ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৬০৪

আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর,২০১৯

স্বাস্থ্য পরিষেবায় গরীব জনগণকে সুবিধা দানে নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী
রাজ্যের গরীব অংশের মানুষ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন সরকার সেই দিশা নিয়েই কাজ করছে

আয়ুষ্মান ত্রিপুরা নামে নতুন একটি স্বাস্থ্য প্রকল্প রাজ্য সরকার চালু করছে। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে যে সব গরীব পরিবার বাদ পড়েছে তাদের স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা প্রদান করা। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব স্বাস্থ্য পরিষেবায় গরীব জনগণকে সুবিধাদানের নতুন এই প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন। রাজ্যের নতুন এই প্রকল্প চালু হলে ব্যয় হবে ৯ কোটি টাকা। সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারের নতুন এই প্রকল্পে ৮৪ হাজার গরীব পরিবারের ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার লোক সরাসরি উপকৃত হবেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, রাজ্য সরকার গরীব জনগণের উন্নতিকল্পে সম্পূর্ণভাবে দায়বদ্ধ। কোনওভাবেই যাতে রাজ্যের গরীব অংশের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত না হন সরকার সেই দিশা নিয়েই কাজ করছে। সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপ রাজ্যের গরীব জনগণের জন্য।

সাংবাদিক সম্মেলনে সম্প্রতি রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবায় সরকারী হাসপাতালে ফি চালু করার বিষয়ে যে সব সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে সে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথ্য সহকারে স্পষ্টীকরণ দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তিনটি ক্যাটাগরী চালু করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে অন্ত্যোদয়ভুক্তগণ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। আগে সকল অংশের জনগণকেই হাসপাতালের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিষেবা নেওয়ার জন্য অর্থ দিতে হতো বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, এখনো সরকারের সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়নি। ফলে এই নিয়ে বিরোধী দল অহেতুক অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। সরকারের প্রকৃত সিদ্ধান্ত ও প্রয়োগ সম্পর্কে পুরোপুরি না জেনে বিরোধী দলের আন্দোলন ও প্রচার গণতন্ত্রের পক্ষে ঠিক নয়। তিনি এইসব অপপ্রচার সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক থাকতে আহ্বান জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসা পরিষেবায় শুধুমাত্র এ পি এল ভুক্তদেরই ফি প্রদানের আওতায় আনা হয়েছে। সেক্ষেত্রেও ১২টি বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে ফি হ্রাস করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রায়োরিটি হাউস হোল্ড হিসাবে নতুন একটি ক্যাটাগরী চালু করা হয়েছে। সেই ক্যাটাগরীতেও ১৪৮টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে ১৩১টি ক্ষেত্রেই ফি কমানো হয়েছে। গড়ে ৩৫ শতাংশ ফি হ্রাস পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, পূর্বতন সরকারের সময়কালে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে কোনও নিয়মকানুন বা পদ্ধতি মানা হয়নি। ফলে বিভিন্ন হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরেই বকেয়া পড়ে রয়েছে। বিভিন্ন হাসপাতালে আগের বকেয়া হিসাবের তথ্য তুলে তিনি বলেন, এর ফলে রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মোট ২৮৬টি বিভিন্ন টেস্টের মধ্যে আগে ১৪৮টি টেস্টের জন্য চার্জ বলবৎ ছিল। এর মধ্যে অন্ত্যোদয়ভুক্ত পরিবারের কাছ থেকেও চার্জ নেওয়া হতো। ২০১১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের কার্ড দেওয়া নিয়েও গরীব জনগণকে বঞ্চিত করা হয়েছিল সেই সময়।

***২-এর পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী জানান, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে কার্ড থাকলে একজন গরীব মানুষ চিকিৎসার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সহায়তার মাধ্যমে ইনসিওরেন্সের টাকা পান। চিকিৎসা প্যাকেজের পর বাড়তি টাকা স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হাসপাতালে ন্যূনতম রেজিস্ট্রেশন ফি চালু হলে রোগীর প্রকৃত তথ্য যেমন জানা যাবে তেমনি রোগীর ক্যাটাগরী চিহ্নিত হলে হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতিও হ্রাস পাবে। প্রকৃত কতজন রোগী হাসপাতালের খাবার খেলেন বা খাবারের জন্য কত টাকা ব্যয় হয়েছে তার হিসাবেও স্বচ্ছতা থাকবে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হাসপাতালের ফি চালু করার বিষয়টি এখনো কার্যকর হয়নি। যেসব ক্ষেত্রে ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে সেগুলিকে সংশোধন করে চালু করার প্রক্রিয়া চলছে। সম্প্রতি প্রকাশিত নোটিফিকেশনের সার্বিক ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করে এবং এন এইচ এমের বিভিন্ন সুবিধাদি যুক্ত করেই নতুনভাবে তা কার্যকর করা হবে যাতে কোনওভাবেই রাজ্যের গরীব অংশের মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হন। জি বি পি হাসপাতালে জনৈক পরেশ মোদকের মৃত্যু সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সরকারের যে বিধি এখনো চালু হয়নি আর এর ফলে শ্রীমোদকের মৃত্যু হয়েছে এধরনের প্রচার সঠিক নয়। অপারেশন থিয়েটারে যাবার আগে তার উচ্চ রক্তচাপ ছিল। ফলে তাঁকে এনেসথেশিয়া করা যায়নি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের গরীব কৃষকদের আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়নে বর্তমান সরকারই প্রথমবারের মত এফ সি আই এর মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করেছে। কৃষকরা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রি করার কারণে তাদের অনেক টাকা লাভ হয়েছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্পে ২ লক্ষ ১৫ হাজার কৃষক উপকৃত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্বতন সরকারের সময়ে গঠিত হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, এই ফাউন্ডেশন সেন্ট্রাল ড্রাগস এন্ড কসমেটিক্স অ্যাক্ট এর গাইডলাইন অনুসরণ না করেই হেপাটাইটিস সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বার লাইসেন্স সম্পর্কিত বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন। তিনি বলেন, বার লাইসেন্স প্রদান করা পূর্বতন সরকারেরই পরিকল্পনা ছিল। বর্তমান সরকার তা বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মাত্র। এতে শহরের অলিগলিতে অবৈধ কাজ কমবে ও মানুষের নিরাপত্তা বাড়বে। নির্দিষ্ট করা স্থানে এর ব্যবহার হলে এ সম্পর্কিত বিষয়ে নজরদারী চালাতে সরকারের সুবিধা হবে। এতে অপরাধমূলক ঘটনাও কমবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার অপরাধমূলক ঘটনাকে কঠোরভাবে দমন করতে চাইছে। মহিলা সংক্রান্ত অপরাধ আগের তুলনায় ৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। সরকার এই সংক্রান্ত অপরাধ শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে চাইছে। তিনি বলেন, অপরাধীদের শক্ত হাতে দমন করছে সরকার। অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীর সাজা প্রাপ্তির হার ইতিমধ্যেই ৩০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪৭ শতাংশ হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বর্তমান সরকারের সময়ে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এনডিপিএস মামলায় অপরাধীদের দ্রুততার সাথে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী আবারও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা নিয়ে সরকারের কঠোর মনোভাবের কথা তুলে ধরেন। সাংবাদিক সম্মেলনে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব ড. দেবাশিস বসু উপস্থিত ছিলেন।

*****